যুগান্তর

তারিখ 09 APR 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বাতিল হচ্ছে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রায় ২৮ বছর আগে মন্ত্রিসভায় নেয়া ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ বা স্থগিতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায় থেকে মুক্তি চায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই মুহূর্তের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এবং বিষয়টি 'স্পর্শকাতর' বিধায় এটি বাস্তবায়নে আগ্রহী নয় সংশ্লিষ্টরা। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অবাস্তবায়িত ঐ সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত দুটি পৃথক বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব বৈঠক ও আরেকটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে আইন মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর একেএম সলিমুল্লাহ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মফিজুল ইসলামসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে অতিরিক্ত সচিব সোহরাব হোসাইন

সিদ্ধান্ত : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

সিদ্ধান্ত : বাতিল হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যুগান্তরকে বলেন, মন্ত্রিপরিষদ যখন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ বা যেসব কলেজ ছাত্র রাজনীতি মুক্ত থাকবে, তাদের বিশেষ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে— তা হয়তো তখনকার প্রেক্ষাপটে ছিল। কিন্তু সেই প্রেক্ষাপট বর্তমানে অবশিষ্ট রয়েছে কিনা, বা এটি বাস্তবায়নের আদৌ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা, তা স্পষ্ট নয়। তাছাড়া এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এই মুহূর্তে স্পর্শকাতর বিষয়, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পর্যায় থেকে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। বরং এ ধরনের সিদ্ধান্ত সরকারের নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে আসা বাঞ্ছনীয়। এ কারণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত দুটি তাদেরই বিবেচনার ফেরত পাঠানো হবে। একই সঙ্গে ওই সিদ্ধান্ত দুটি 'পেন্ডিং' (অবাস্তবায়িত) তালিকা থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে মুক্তি দেয়ার সুপারিশ করারও সিদ্ধান্ত হয় বৈঠকে।

নামপ্রকাশ না করে বৈঠকে উপস্থিত আরেকজন সদস্য জানান, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে মন্ত্রিসভার প্রায় ২৮ বছর আগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সময়োপযোগিতা ও বাস্তবতা নিয়ে বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা হয়। এ নিয়ে মঙ্গলবারই মোট দুটি বৈঠক হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শাখা প্রধানদের নিয়ে প্রথম বৈঠকটি হয়। পরে হয় আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠক। উভয় বৈঠকে আলোচনা হয়, ছাত্র রাজনীতি পরোক্ষভাবে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশেই (আরপিও) নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যে কারণে সেখানে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠন হিসেবে ছাত্র সংগঠন না থাকার বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'ভ্রাতৃপ্রতীম' সংগঠনের মর্যাদা রয়েছে। এর বাইরে বিগত একযুগে গঠিত দুটি বিচার বিভাগীয় কমিশনেও ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ রয়েছে। পাশাপাশি, ভারত-পাকিস্তানসহ উন্নত বিশ্বের দৃষ্টান্তও আলোচনা করা হয় বৈঠকে। পরে এ ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে একাধিক সদস্য ঐকমত্য হন। তবে বিষয়টি স্পর্শকাতর বিধায় এ ব্যাপারে সরকারের নীতি-নির্ধারণী পর্যায় থেকে সিদ্ধান্ত আসার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

উল্লেখ্য, নব্বইয়ের দশকে তৎকালীন এরশাদ সরকারের আমলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধে মোট দু'দফায় উদ্যোগ নেয়া হয়। এর মধ্যে প্রথমবার ১৯৮৬ সালের ৮ ডিসেম্বর ও দ্বিতীয়বার ১৯৮৯ সালের ২৬ নভেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে পৃথক দুটি সিদ্ধান্ত হয়। প্রথম সিদ্ধান্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিতের লক্ষ্যে তা ছাত্র রাজনীতিমুক্ত করার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ছাত্রদের যোগাযোগ এবং রাজনৈতিক দল ক্যাম্পাসে গঠন ও রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানো নিরুৎসাহিতের সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিবেচ্য বিষয় ঠিক করে মন্ত্রিপরিষদে প্রতিবেদন পেশ করারও কথা ছিল।

পরে ১৯৮৯ সালের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের স্বার্থে রাজনীতি মুক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং এ ধরনের কলেজকে সরকারি অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিনেও এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। বরং মন্ত্রিপরিষদের তখনকার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ছাত্রসমাজের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।